ওয়ায করা,
বক্তৃতা দেওয়া,
উপদেশ দেওয়া

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, "ওয়ায করা, বক্তৃতা দেয়া, উপদেশ দেয়া" ।

আমরা সকলেই কমবেশী ওয়ায /বক্তৃতা /উপদেশ দিয়ে থাকি। সোশ্যাল মিডিয়াতে / মসজিদে /হলে/ মাঠে এসমস্ত অনুষ্ঠানে ওয়ায/ বক্তৃতা/ উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

কেউ লম্বা করেন ,কেউ সংক্ষিপ্ত করে থাকেন।

'ওয়াও' , 'আ'ইন', 'যোয়া' এ তিনটি অক্ষর দ্বারা গঠিত ২৫টি শব্দ কোরআন মজীদে এসেছে।

"নির্দেশ দেয়া", "উপদেশ," "প্রচার করা" ,"উপদেশ দানকারী" হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন শরীফ ৬০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব । এতে প্রায় ৮০,০০০ শব্দ, ৬৬৬৬টি আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়লা পবিত্র কুরআন ২৩ বছরে নাযিল করেছেন, একসাথে সমগ্র কুরআন নাযিল করেননি। কারণ রাসুল(সঃ) এঁর সাহাবীরা নাযিলকৃত আয়াত/আয়াতসমূহ যেন

ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং সে মোতাবেক আ'মল করতে পারেন। সুতরাং ওয়ায, বক্তৃতা উপদেশ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। বেশীরভাগ সময় ব্যয় করা উচিত কোরআন , হাদীস থেকে উদ্বৃতি উল্লেখ করার জন্য। নিজের কথা কম বলা উচিত।

রসুল(সঃ) অনেক ভাষন দিয়েছেন , তার সমস্ত ভাষন কোরানের আয়াত ও সহীহ হদীস সম্বলিত। রসুল(সঃ) এঁর সর্ববৃহত ভাষন বিদায় হজের ভাষণ, এই ভাষণ দিতে ১০/১৫ মিনিটের বেশী লাগে না।

সুতরাং কোরআন হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়ায/ বক্তৃতা/ উপদেশ----

সেটা মাঠে হউক , মসজিদে হউক, সোশ্যাল মিডিয়ায় হউক সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। অনেক বিষয় একত্রে সন্নিবেশ করা ঠিক নয়। একটি বিষয় আলোচনা উত্তম। কোরআন হাদীসের উদ্বৃতি বেশী এবং নিজের কথা কম হতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষকে সংশোধন করার উপদেশ কোরআন হদীস দিয়েই দিতে হবে অন্যকিছু দিয়ে নয়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতা'য়লা ইরশাদ করেনঃ

১। আল্লাহ তোমাদের অতি উত্তম উপদেশ(আমানত হকদারকে দাও, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সুবিচার করো) দিচ্ছেন।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ৫৮

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে,গচ্ছিত (আমানত) বুঝিয়ে দাও ওর অধিকারীকে এবং যখন তোমরা বিচার মীমাংসা কর, তখন ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।

২। তাদের (মুনাফিকদের) যে ওয়ায (উপদেশ দান) করা হয়েছে তারা যদি তা পালন করতো, তবে তা হত তাদের জন্য কল্যাণকর।

সুরা ৪ নিসা, আয়াতঃ ৬৬

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ
دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا
يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۙ﴿٦٦﴾

আর আমি যদি তার উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে ,তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহপ্রাচীর হতে নিষ্ক্রান্ত হও, তবে তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত ওটা করতো না এবং যে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করতো তবে নিশ্চয়ই ওটা তাদের জন্যে কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হতো।

৩।আমি (নূহ আঃ) যখন তার ছেলে ডুবে যাচ্ছিল, আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহর এটা মনঃপুত হয়নি, কারন নূহের পুত্র কাফের ছিল। তখন আল্লাহ নূহকে বলেছিলেন ‘তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি যেন জাহিলদের মত কথা না বল’

সুরা ১১ হুদ , আয়াতঃ ৪৬

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾

তিনি(আল্লাহ) বল্লেনঃ হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ন, অতএব তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করো না, যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৪।আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেনঃন্যায় বিচার,উপকার, আত্মীয়স্বজনকে দানকরা,ফাহেশা- অন্যায়-সীমালংঘন থেকে বিরত থাকার।তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহন কর।

সুরা ১৬ নাহল,আয়াতঃ ৯০

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা,সদাচরন ও আত্মীয় -স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৫।আল্লাহ তোমাদের ওয়ায(উপদেশ)করছেন, তোমরা যেন অনুরূপ (মিথ্যা অপবাদ দেয়া) কাজে আর কখনো জড়িত না হও।

সুরা ২৪ নূর , আয়াতঃ ১৭

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও, তবে কখন অনুরুপ আচরনের পুনরাবৃত্তি করবে না।

৬।লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছলঃ শিরক করো না, শিরক বিরাট জুলুম।

সুরা ৩১ , আয়াতঃ ১৩

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেনঃ হে বৎস ! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়।

৭।যার কাছে তার প্রভুর (সুদ থেকে বিরত হবার)উপদেশ পৌঁছেছে এবং(সে সুদ থেকে)বিরত হয়েছে ,সে ক্ষেত্রে সে অতীতে যা খেয়েছে, তাতো খেয়েছেই, তার বিষয়টি দেখার দায়িত্ব আল্লাহর।

সুরা ২ বাকারাহ, আয়াতঃ ২৭৫

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ
عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

যারা সুদ ভক্ষণ করে ,তারা শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট ব্যাক্তির দন্ডায়মান হওয়ার অনুরূপ ব্যতীত দন্ডায়মান হবে না; এর কারন এই যে, তারা বলেঃ ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের অনুরূপ।

অথচ আল্লাহ তা'য়লা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার প্রভূর পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয়, ফলে সে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং যা অতীত হয়েছে, তার কৃতকার্য আল্লাহর প্রতি নির্ভর এবং যারা পুনঃ গ্রহণ করবে, তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী,

সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

৮।তোমার প্রভূর পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।

সুরা ১৬ , আয়াতঃ১২৫

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ
بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ
اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর সদ্ভাবে; তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত।

৯। এই (কুরআন)মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট বার্তা এবং সতর্ক লোকদের জন্য জীবন পদ্ধতি ও উপদেশ।

সুরা ৩,আল-ইমরান, আয়াতঃ ১৩৮

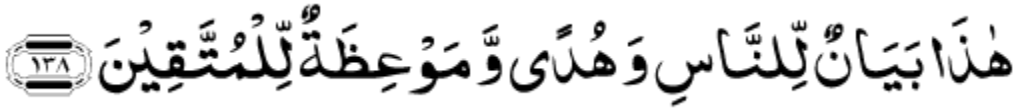

এটা মানবমন্ডলীর জন্যে স্পষ্ট বিবরণ এবং আল্লাহভীরুগনের জন্যে পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা আমাদের বক্তব্য , লেখা সংক্ষিপ্ত করি। বক্তব্য ও লেখার মধ্যে বেশী বেশী কোরআন ও হাদীসের উদ্‌বৃত করি , নিজের কথা বা অন্যের কথা নিতান্তই কম বলি বা লিখি । আল্লাহ আমাদের দীনের জ্ঞান ও হেকমত দান করুন আমাদের তওবা কবুল করে আমাদের ক্ষমা করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কল্যান দান করুন। আমীন।

আসালামুয়ালাইকুম ওয়রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

.....